

স্বপ্ন যখন বিফল

মোঃ সাব্বির হোসেন

ছেলেটির নাম হিমেল। সে এবারের এইচ.এস.সি. পরিক্ষার্থী। তার শিক্ষাজীবনে স্বার্থকতা অনেক। পঞ্চম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি, এস.এস.সি. পরিক্ষাতে গোল্ডেন জি.পি.এ. ৫।তার স্বপ্ন সে একজন প্রকৌশলী হবে। ছোটবেলা থেকেই তার গণিত এবং বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ অত্যাধিক। তার বাবা একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মা গৃহিণী। তারা দুজনেই তার সন্তানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। এই কারণে সবসময়ই হিমেলকে একটু বেশি শাসনে রাখে। এটা অবশ্য হিমেলের জন্য একটু বেশিই বিরতকর। হিমেল বর্তমানে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কলেজে অধ্যয়ন করছে। সে তার স্বপ্ন পূরণের লক্ষে এইচ. এস. সি পরিক্ষার জন্য বেশ ভালোই প্রস্তুতি নিয়েছে। ইতোমধ্যেই এইচ. এস.সি পরিক্ষা শুরু হয়ে গেল।প্রতিটা পরিক্ষাই সে অনেক আত্মবিশ্বাসের সাথে দিতে লাগল। একে একে তার সকল পরিক্ষা শেষ হয়ে গেল। পরিক্ষা শেষে সে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরিক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সে ঢাকায় চলে আসে এবং খুব ভাল ভাবেই সবকিছু আয়ত্ত্ব করতে থাকে।এভাবে চলতে চলতে পরীক্ষার ফলাফল দেবার সময় চলে আসল। আজ ২৩ শে জুলাই। সে কাঙ্ক্ষিত দিন হিমেলের জন্য। হিমেল সকাল থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে তার ফলাফল জানার জন্য। অনেক অপেক্ষার পরে দুপুর ২ টা বেজে গেল। এবং হিমেল অনলাইনের মাধ্যমে তার পরিক্ষার ফলাফল দেখল।ফলাফল দেখার সাথে সাথে তার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তার ফল এসেছে জিপিএ ৪.৬৭। এরই সাথে তার সারা জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। তার বন্ধুরা সকলেই হাস্বোচ্ছল মুখ নিয়ে লাফালাফি করতে থাকে। কিন্তু হিমেল বসে রয় ঘরের এক কোণে। তার বাবা অনেক ফোন করে ভৎসনা করতে থাকে তার এই দুর্ঘটনার জন্যে। কারণ সে তার বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে নি। হিমেলের জন্য হিমেলের বাবাকেও তার প্রতিবেশীরা কটাক্ষ করতে থাকে। পরদিন সকালে হিমেল বাড়ি চলে যায় এবং হিমেলের বাবা হিমেলকে আবারও বকাদিতে থাকে। এর কিছুক্ষন পর হিমেল আত্মহত্যা করে। এভাবেই শেষ হয় হিমেলের প্রকৌশলী হবার স্বপ্ন।